بسم الله الرحمن الرحيم

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বিশেষ ক্রোড়পত্র

২২ মার্চ ২০১৬

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৮ চৈত্র ১৪২২
২২ মার্চ ২০১৬

বাণী

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সংহতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। জাতির পিতা যেমন ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি, তেমনি ইসলামের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর অনুরাগ। তাঁর চিন্তা, চেতনা ও প্রতিটি কর্মে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে যাতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও বৈষম্য সৃষ্টি করতে না পারে তা আমাদের সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও মর্মবাণী দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরার জন্য আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানাই।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও মানব কল্যাণের ধর্ম। এখানে হিংসা, দ্বেষ বা বিভেদের কোন স্থান নেই। ইসলামের অনুপম আদর্শকে ধারণ করে এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবেন– জাতি তা প্রত্যাশা করে।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক পথে চলার তৌফিক দিন। আমীন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করায় আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। ইসলাম সারা বিশ্বের বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু ইসলামের সেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা জীবন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। শোষণ ও বঞ্চনাহীন ইনসাফভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের লক্ষ্য। তাঁর এই চেতনা স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে কেউ যাতে মানুষকে শোষণ ও বঞ্চিত করতে না পারে এ লক্ষ্যে তিনি আলেম-ওলামাদের সংগঠিত করে ইসলামের মর্মবাণী জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শের প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামের খেদমতে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। একটি ন্যায়ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরও ব্যাপক গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে অবদান রাখবে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সাফল্য কামনা করি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দেশ ও জাতির সেবায় নিবেদিত হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মহাপরিচালকের কথা

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। মহান জাতীয় সংসদ থেকে এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে অনুমোদিত সরকারি অর্থে পরিচালিত এ ধরনের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় খতীব সম্মেলন এবং মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক ও সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৬শত ৮০কপি কুরআনুল করিম তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

দেশের আলীয়া-কওমী, পীর-মাশায়েখ নির্বিশেষে সর্বস্তরের আলেম-ওলামা, ইমাম, খতীব, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে সম্পৃক্ত করে ইসলামের মর্মবাণী জাতির সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামের খেদমতে কাজ করে যাচ্ছে। দাওয়াতই হচ্ছে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর সঠিক পথ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে শুরু করে সাহাবী আজমাঈন (রা), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, মুসতাহিদীন, ইমাম, ওলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামাগণ দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু মওদুদীপন্থীদের ভ্রান্ত রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ও অর্থ ব্যবসা এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা একদিকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ বিস্তারে সহায়তা করছে এবং অন্যদিকে দ্বীনের দাওয়াতী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ অচল অবস্থার উত্তরণ প্রয়োজন।

ইসলামের শাশ্বত শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ভিতকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে ষড়যন্ত্র চলছে, এই ষড়যন্ত্রের কবল থেকে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা যথাযথভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা যদি কাজ করে যাই তাহলে জাতির পিতা যে উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা দেশের সর্বস্তরের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল শুভ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জাতির মানস গঠনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

ইসলামের প্রচার-প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আল্লাহর কালামের প্রচারে
নবীজীর সুন্নাহর প্রসারে
দ্বীনি দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর
অনন্য অবদান॥

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মকে কখনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি। তিনি মহানবী (সা)-এর মদীনা সনদের আলোকে সবসময়ই রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল মানুষের স্ব স্ব ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। দেশ ও জাতির জন্য তিনি যেমন ছিলেন নিবেদিত তেমনি ইসলামের জন্যও ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। জাতির পিতা তাঁর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের খেদমতে যেসব অনন্য অবদান রেখে গেছেন তা সমকালীন বিশ্বের এক বিরল দৃষ্টান্ত। নিম্নে ইসলামের খেদমতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

দেশের আলিয়া-কওমী, পীর-মাশায়েখ সর্বস্তরের আলেম-ওলামাকে একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদ্‌যাপনের সূচনা

মহানবী (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের বরেণ্য আলেম-ওলামাদের নিয়ে ঢাকায় একটি সীরাত মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালের ১২ই রবিউল আউয়াল বায়তুল মুকাররম মসজিদে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিল উদ্বোধন করে জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের সূচনা করেন।

হজ্জ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা

পাকিস্তান আমলে হজ্জযাত্রীর জন্য কোন সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিলো না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হজ্জযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

সমদ্রপথে হজ্জযাত্রীদের জন্য জাহাজ ক্রয়

বাংলাদেশের হাজীগণ যাতে সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ্জ করতে পারেন এজন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর পরবর্তী সরকার এই জাহাজটিকে 'প্রমোদ-তরী' হিসেবে ব্যবহার করেন।

মাদ্রসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন

ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবন গঠন ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন এবং এর নাম দেয়া হয় 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'।

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ

কওমী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় জামিয়া মাদানিয়া দারুল উলুম যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টিভিতে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু হয়। ফলে বেতার ও টিভির অনুষ্ঠান সকালের শুভ সূচনা ও দিবসের কর্মসূচি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা

ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ এবং শাস্তির বিধান

পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান জারী করেন।

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ

ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন।

কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ

বঙ্গবন্ধু কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের মারকাজ মসজিদের জন্য স্থান বরাদ্দ করেন এবং মসজিদটি তাঁরই নির্দেশে সম্প্রসারিত হয়।

রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা

স্বাধীনতার পর প্রথম রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং এই যুদ্ধে বাংলাদেশ তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাগরিকত্ব প্রদান ও বাংলাদেশে আনয়ন

মুসলিম জাগরণের কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিকত্ব প্রদান করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।

শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

হালাল রুজি ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। শরীয়াভিত্তিক সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে 'আইডিবি চার্টার'-এ স্বাক্ষর করেন।

ও আই সি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও আই সি) অধিবেশনে যোগদান করেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন এতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাথে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ চৈত্র ১৪২২
২২ মার্চ ২০১৬

বাণী

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও মর্মবাণী জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের প্রচার প্রসারে জাতির পিতার সাড়ে তিন বছরের সরকারের অবদান সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ, বেতার ও টেলিভিশনে দিনের অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ; ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), শবে কদর ও শবে বরাতে সরকারি ছুটি ঘোষণা; বিশ্ব এজতেমার জায়গা ও কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দসহ অসংখ্য কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন এবং একাধিক ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। এ সবই তিনি করেছেন সুমহান ইসলামের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার তাগিদে।

জাতির পিতার নিজ হাতে গড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামের খেদমতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীসের অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ, ইসলামের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ইমাম প্রশিক্ষণ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা ও আলেম-ওলামাগণের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

আওয়ামী লীগ সরকার গত সাত বছরে দেশে ইসলামের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান সরকারই দেশে প্রথম একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা পবিত্র কুরআন-এর ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করেছি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষাকোর্সের উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করি। বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু করি। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করি। চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ এবং জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদকে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে ন্যস্ত করেছি। দেশব্যাপী ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করি।

আমার প্রত্যাশা, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮ চৈত্র ১৪২২
২২ মার্চ ২০১৬

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে খতীব সম্মেলন এবং দেশের সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে একযোগে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের আলোয় আলোকিত একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু-কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারও বঙ্গবন্ধুর সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের পথ ধরে ইসলামের খেদমতে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন শুধু বাংলাদেশেই নয়, সরকারী অর্থে পরিচালিত বিশ্বের অন্যতম একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমধিক পরিচিত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আলেম-ওলামাদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি নৈতিক মান-সম্পন্ন সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মসজিদ পাঠাগার স্থাপন, প্রকাশনা কার্যক্রম, ইসলামিক মিশনের চিকিৎসা সেবা, জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে ব্যাপক অবদান রাখছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে আরও নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাবে– এটি আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সার্বিক সফলতা কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হয়ে কাজ করার তওফিক দিন। আমিন।

মোঃ আব্দুল জলিল
ভারপ্রাপ্ত সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী উদ্যোগ

একটি মানবিক মূল্যবোধসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার গুরত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে বর্তমান সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

আল-কুরআন ডিজিটালাইজেশন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় আল-কুরআন ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনুল করীম অর্থসহ তিলাওয়াত শোনতে এবং পড়তে পারছেন।

ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন জীবনের শুরু থেকে পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্ ও ইসলামের মর্মবাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি শিশু বয়সেই তারা ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমান সরকার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পে সর্বোচ্চ ১৫শ কোটি ৯৩লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক ৭৮লক্ষ ৪৪হাজার ৪শত জন পবিত্র কুরআন ও নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং এ প্রকল্পে ৭৬হাজার ৫শ ৯৫জন আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

যেখানে স্কুল নেই সেখানে মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে উন্নীতকরণ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" যে সকল এলাকায় স্কুল নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে এমন ১০১০টি মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করে মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠি 'দারুল আরকাম'-এর বরকতময় নামানুসারে 'মাদ্রাসা দারুল আরকাম' নামে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন-হাদীস, ফিকহ, নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধসহ জাতীয় শিক্ষা কারিক্যুলামের বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টি যাচাই করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ধর্মীয় শিক্ষা সিলেবাসের বিষয়টি যাচাই করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা কারিক্যুলামে প্রতিটি শিশুর জন্য ধর্মীয় শিক্ষ